দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ...23 FEB 1987... ...
পৃষ্ঠা... .. ...5 কলাম 3... ...

১।

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন
কেন্দ্র

শিক্ষাঙ্গন

বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি প্রসংগে

ইতিমধ্যেই ঘোষণা করা হয়েছে আগামী ২৮ ফেব্রুয়ারী হতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি ফরম পাওয়া যাবে এবং আগামী ৮ এপ্রিল ভর্তি পরীক্ষা শুরু হবে। এবার আমাদের মেডিকেল এবং প্রকৌশল কলেজগুলোতে ভর্তি পরীক্ষা পদ্ধতি পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন এবং তা সত্যিই যথার্থ। এতে সবাই উপকৃত হবে নিঃসন্দেহে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষা পদ্ধতিও আংশিক পরিবর্তন করা যেতে পারে। বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির জন্য একজন ছাত্রের লিখিত পরীক্ষার প্রাপ্ত নম্বরের সাথে এসএসসি এবং এইচএসসি পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরের উপর যথাক্রমে শতকরা ৪ ভাগ এবং শতকরা ৬ ভাগ ধরে অর্থাৎ মাধ্যমিক পরীক্ষায় মোট ৪০ এবং উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় মোট ৬০ নম্বর ধরে প্রার্থীদের মেধা স্কোর নির্ণয় করা হয়। কিন্তু এতে প্রকৃত মেধা নির্ণয় করা হয় না। কারণ অনেক ছাতর বিভিন্ন কলেজ থেকে নকলের আশ্রয় নিয়ে বেশী নম্বর নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির সুযোগ গ্রহণ করে এটা ভাল ছাত্রদের জন্য সত্যিই দুর্ভাগ্যজনক। কারণ অনেক ছাত্র-ছাত্রীই পরীক্ষায় বিভিন্ন কারণবশতঃ বেশী নম্বর পায় না। এ ক্ষেত্রে এসএসসি এবং এইচএসসি পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরের উপর কোন পার্সেনটেজ না ধরলে প্রকৃত মেধা বাছাই হবে (যে রকম মেডিকেল এবং ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজগুলোতে করেছে)। এবারের বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষায় যেন মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরের উপর কোন গুরুত্ব না দেয়া হয়। এ ব্যাপারে কর্তৃপক্ষ ভেবে দেখবেন বলে আশা করি।

—আলমগীর পনির

বিশ্ববিদ্যালয় মানোন্নয়ন পরীক্ষা

দেশের সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠ ও উচ্চতর শিক্ষার স্থান হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়। এই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রতি বছর নিয়মিত ও অনিয়মিতভাবে পাস করে বেরুচ্ছে অনেক ছাত্র-ছাত্রী। পক্ষান্তরে কেউ একটি মাত্র বিষয়ে অকৃতকার্যতার গ্লানি নিয়ে বেরিয়ে শুধু অন্ধকার দেখছে এমন ঘটনা বিরল নয়। উল্লেখ্য, চলতি বছরে অকৃতকার্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোর্স পদ্ধতির ছাত্র-ছাত্রীদের সুবিধার্থে মানোন্নয়ন পরীক্ষা দেবার অনুমতি ঘোষণা করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সিণ্ডিকেট একটি প্রশংসনীয় কাজ করেছেন। এ সিদ্ধান্ত সবার জন্য কল্যাণ বয়ে আনবে এটা নিশ্চিত। অনেক সময় দেখা যায়, অকৃতকার্য ছাত্র-ছাত্রীরা প্রতিকূল ফলাফলের জন্য লেখাপড়া ছেড়ে দিয়ে হতাশায় ভুগে এবং সমাজে নানা কুকাজে জড়িত হয়ে পড়ে। যুব সমাজের এ হতাশা যেকোন জাতির জন্যই মারাত্মক ক্ষতিকর।

এরকম ছাত্র-ছাত্রী অনেকে আছে। যারা সম্মান বা শেষ পর্বের একটি পেপারে বা মৌখিক পরীক্ষায় অকৃতকার্যতার জন্য পুনরায় মানোন্নয়ন পরীক্ষা দেবার অনুমতি না পেয়ে লেখাপড়ার ইতি টানছে। অধিকাংশ ছাত্রী-ছাত্রী গরীব ও মধ্যবৃত্ত পরিবারের। একদিকে ২/৩ বছরের কোর্স সমাপ্ত করতে ৫/৬ বছর লেগে যায়। সকল বিষয়ে ভাল ফলাফল করা সত্ত্বেও কোন একটি বিষয়ে দুর্ঘটনাক্রমে ফেল করায় পুনরায় সকল বিষয়ে পরীক্ষা দেয়া অনেকের পক্ষেই আর্থিক কারণে সম্ভব হয়ে উঠে না। তাছাড়া, পুরো দু'টি বছর পিছিয়ে যেতে হয়। এ সকল দিক বিবেচনা করে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়সহ প্রত্যেক বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা উচিত।

এতে অকৃতকার্য ছাত্র-ছাত্রীরা হতাশামুক্ত হবে। এবং দেশের যুব সমাজ সুসংগঠিত হয়ে উজ্জ্বল ভবিষ্যতের পথে এগিয়ে যেতে পারবে।

—বাবুল চৌধুরী